রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০২১ তারিখঃ ০১.০৭.২০২১

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে কৃষকদের স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে রাকাব এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাকাব প্রান্তিক, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। রাকাব এর মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার সিংহ ভাগ ঋণ কৃষির তিনটি প্রধান খাতে (ফসল/শস্য, মৎস্যসম্পদ ও প্রাণীসম্পদ) বিতরণ করা হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাকাব এতদাঞ্চলের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ প্রদান করতঃ গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। রাকাব কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে। সর্বোপরি উত্তরাঞ্চল তথা রংপুর বিভাগের মঙ্গা দূরীকরণে রাকাব এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

০২। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকটে আর্থিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হচ্ছে। এতদপ্রেক্ষিতে অন্যান্য খাতের ন্যয় কৃষি খাতেও নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আর্থিক প্রণোদনামূলক বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের আওতায় কৃষি খাত, ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে করোনা মহামারি প্রকট প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

০৩। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামগ্রিকভাবে দেশের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং করোনার দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব মোকাবেলা নিশ্চিতকল্পে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মকান্ডে অর্থায়ন এবং সিএমএসএমই খাতের বিকাশের মাধ্যমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৮৫০.০০ কোটি টাকা হতে ১৫০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধিপূর্বক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ৩০০০.০০ কোটি টাকা বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার খাত/উপ-খাতভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	উপ-খাত	লক্ষ্যমাত্রা	মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে হার	খাত ভিত্তিক বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে হার
	(ক) কৃষি :			
০১.	শস্য/ফসল	৯৫০.০০	৩২%	৪৯%
০২.	মৎস্যসম্পদ			
	(ক) স্বল্প মেয়াদী চলমান ঋণ	১৩০.০০		
	(খ) মধ্য মেয়াদী ঋণ	২০.০০		
	মোট	১৫০.০০	৭%	৮%
০৩.	প্রাণিসম্পদ			
	(ক) স্বল্প মেয়াদী চলমান ঋণ	১৭০.০০		
	(খ) মধ্য মেয়াদী ঋণ	৮০.০০		
	মোট	২৫০.০০	৭%	১৩%
০৪.	খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	১০.০০	-	-
০৫.	দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট	৫০.০০	১%	২%
০৬.	চলমান কৃষি (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে স্বল্প মেয়াদী চলমান ঋণ ব্যতীত)	৫৪০.০০	১৮%	২৮%
	উপ-সমষ্টি :	**১৯৫০.০০**	**৬৫%**	**১০০%**
	(খ) অকৃষি :			
০৭.	সিএমএসএমই (CMSME)	৭৫০.০০	২৫%	৭১%
০৮.	অন্যান্য	৩০০.০০	১০%	২৯%
	উপ-সমষ্টি :	**১০৫০.০০**	**৩৫%**	**১০০%**
	সর্বমোট :	**৩০০০.০০**	**১০০%**	**-**

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০২১ **তারিখ: ০১.০৭.২০২১**

২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অনুমোদিত খাত/উপ-খাতভিত্তিক জোনওয়ারী এ ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা (এলপিও, রাজশাহী এবং ঢাকা কর্পোরেট শাখাসহ) এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (সংযোজনী-ক)। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সংশ্লিষ্ট জোনের জন্য নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অনতিবিলম্বে শাখাভিত্তিক বন্টনপূর্বক এতদসংক্রান্ত কপি প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করবেন।

০১. শস্য/ফসল :

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শস্য/ফসল খাতে **৯৫০.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শস্য/ফসলের কর্মসূচিভিত্তিক জোনওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ কর্তৃক বিভাজন করে দেয়া হবে। শস্য/ফসল ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শস্য/ফসল ও আমদানি বিকল্প শস্য/ফসল যেমন ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে সকল জমি পতিত থাকে সে সকল জমিতে অপ্রচলিত শস্য উৎপাদনের জন্য পরিকল্পিতভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে প্রতিটি এলাকার শস্য উৎপাদন কাঠামোতে (Cropping pattern) যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি শস্য নিবিড়তাও (Cropping intensity) বৃদ্ধি পাবে। প্রচলিত কৃষি ঋণ কর্মসূচির বাহিরে বীজ উৎপাদন অথবা বৃহৎ Compact এলাকায় ফসল উৎপাদনের জন্য Contract growers পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণে আগ্রহীদেরকেও সহায়ক জামানত গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদান করা যাবে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক ও বর্গাচাষীগণকে ঋণ প্রদানে যেন কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আবর্তনশীল শস্য ঋণ সীমা (Revolving crop credit limit) পদ্ধতিতে প্রকৃত কৃষকগণকে সময়মত ও দ্রুত ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতেও ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার ঋণ নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। শস্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন বিশেষ ঋণ কর্মসূচি পরিপালনে (আমদানি বিকল্প ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা চাষে ঋণ; আবর্তনশীল শস্য ঋণ; রাকাব-বিএমডিএ যৌথ তদারকি ঋণ এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে দলভিত্তিক জামানতবিহীন ঋণ) শস্য খাত হতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকদের অনুকূলে দ্রুত ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শস্য/ফসল ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২৪.০৫.২০১৮ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০১৮)। প্রকৃত ঋণগ্রহিতা কৃষকগণ যেন এ সুফল প্রাপ্ত হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

০২. মৎস্যসম্পদ :

মিঠা পানির মাছ/পুকুরে মাছ চাষ, ধান ক্ষেত/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, গলদা চিংড়ি চাষ, উন্নত মৎস্য পোনা/রেনু পোনা উৎপাদন হ্যাচারী ইত্যাদি মৎস্যসম্পদ খাতের আওতাভুক্ত হবে। মৎস্যসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন মাছ অর্থাৎ স্বাদের দিক থেকে যে সকল মাছের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তুলনামূলক দাম বেশী, কম সময়ে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে সে সকল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। রাকাব-এর অধিক্ষেত্রে অবস্থিত হাজামজা পুকুর, দীঘি ও জলাশয় মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। অমিত সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সুযোগ রয়েছে। এ খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ প্রদানে সম্পৃক্ত করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। উল্লিখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এ খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

মৎস্যসম্পদ খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০০.০০ কোটি (স্বল্প মেয়াদী চলমান খাতে ১৮০.০০ কোটি এবং মধ্য মেয়াদী খাতে ২০.০০ কোটি) টাকা। ব্যক্তি উদ্যোগ ছাড়াও মৎস্য খাতে ঋণ বিতরণে Area approach পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কৈ, টেংরা, পুঁটি, গলদা চিংড়ি, পাবদা, শিং, মাগুর ইত্যাদি দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে 'মৎস্য চাষ ঋণ নিয়মাচার' নামীয় পরিপত্র জারী করা হয়েছে (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং ১২/২০২০, তারিখ: ১৮.১০.২০২০) যা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। **উল্লেখ্য কোন জোন কর্তৃক মৎস্যসম্পদ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পর এ খাতের পরিবর্তে সিএমএসএমই খাতে বিতরণ করতে হবে।**

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০২১ **তারিখ: ০১.০৭.২০২১**

০৩. প্রাণিসম্পদ:

হালের বলদ/মহিষ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, গরু/মহিষ মোটা-তাজাকরণ, ছাগল পালন (রেয়ারিং ও ব্রিডিং), ভেড়া পালন (রেয়ারিং ও ব্রিডিং), মুরগি পালন (ব্রয়লার ও লেয়ার), হাঁস পালন, হাঁস-মুরগির হ্যাচারি, টার্কি পাখি পালন ও মিশ্র পশু খামার ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ খাতের আওতাভুক্ত হবে। বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুড়ো দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংসের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোল্ট্রি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য গুঁড়ো দুধের আমদানি বিকল্প দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন, ছাগল-ভেড়ার রেয়ারিং ও ব্রিডিং, গরু/মহিষ মোটাতাজাকরণ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এ বছরের ঋণ বিতরণ পরিকল্পনায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এ খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০০.০০ কোটি (স্বল্প মেয়াদী চলমান খাতে ১৫০.০০ কোটি এবং মধ্য মেয়াদী খাতে ৫০.০০ কোটি) টাকা। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ১৩.০৯.২০২০ তারিখে জারীকৃত সার্কুলার নং-০৯/২০২০ অনুযায়ী গরু/মহিষ মোটাতাজাকরণ খাতে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানসহ দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী, উন্নত দেশী ও সংকর জাতের বকনা এবং দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়ের পাশাপাশি মহিষ মোটাতাজাকরণ, বকনা ও দুগ্ধবতী মহিষ পালনের জন্য ঋণসীমা নির্ধারণ করায় এ খাতে ঋণ বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২৬.০৪.২০২১ তারিখে জারীকৃত সার্কুলার নং-০১ এর মাধ্যমে লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। একইভাবে ২৬.০৪.২০২১ তারিখে জারীকৃত সার্কুলার নং-০২ এর আওতায় ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। জারীকৃত সার্কুলারসমূহের সকল কর্মকান্ডের পাশাপাশি কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির খামার স্থাপনেও ঋণ প্রদান করা যাবে। এছাড়াও নাটোর, নওগাঁ, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার চলনবিল এলাকায় হাঁস পালনকারী খামারিদের Area approach ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা'র পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। **উল্লেখ্য কোন জোন কর্তৃক প্রাণিসম্পদ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পর এ খাতের পরিবর্তে সিএমএসএমই খাতে বিতরণ করতে হবে।**

০৪. খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি:

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাব, হালের বলদ ও কৃষি শ্রমিকের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এতদপ্রেক্ষিতে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে **১০.০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ০৬.০৯.২০১৫ তারিখের সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০১৫ মোতাবেক যে সকল জোনে ট্রাক্টর খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৪০% বা তার নীচে সে সকল জোন এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ এ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও সম্ভাব্যতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে বন্টন করবেন। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রোটাভেটর, সেচ যন্ত্রপাতি ছাড়াও ছোট/বড় কৃষি সরঞ্জাম যেমন-ড্রাম সীডার, থ্রেসার, উইডার, উইনার, স্প্রেয়ার, হারভেস্টার/কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার বাইন্ডার, ট্রান্সপ্লান্টার ইত্যাদি বাবদ বিতরণকৃত ঋণ খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে প্রদর্শিত হবে।

০৫. দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট:

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০/- টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে **৫০.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট খাতের কর্মসূচিভিত্তিক জোনওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ কর্তৃক বিভাজন করে দেয়া হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যমান কর্মসূচিসহ অন্যান্য নতুন কর্মসূচিতেও ঋণ বিতরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন খাতে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং বিচক্ষণতার সাথে এমনভাবে পুনরায় ঋণ বিতরণ করতে হবে যেন বিতরণকৃত ঋণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় হয়। **স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণগ্রহিতাদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণ আদায়পূর্বক ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে চলমান অন্য কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করতে হবে।**

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০২১ **তারিখ: ০১.০৭.২০২১**

০৬. চলমান কৃষি :

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ/বাজারজাতকরণ, হর্টিকালচার, মৌসুমভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, শস্য/ফসল উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত চলতি পুঁজি/সিসি লিমিট চলমান কৃষি খাতের আওতাভুক্ত হবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে চলমান কৃষি খাতে ৫৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে শাখার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভা এলাকায় এ খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (সংযোজনী-খ) শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২৯.০৩.২০১১ তারিখের সার্কুলার নং-০২/২০১১ অনুযায়ী চলতি পুঁজি/সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও চলতিপুঁজি ঋণ নবায়ন ক্ষমতা প্রসঙ্গে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে ০৬.০৪.২০১১ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-০২/২০১১ জারী করায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজতর ও গতিশীল হয়েছে। চলতি পুঁজি/সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে ০২.০৫.২০১২ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০১২ জারী করা হয়েছে।

এছাড়াও জামানত প্রদানে সক্ষমতা নাই তথাপি দক্ষতার সাথে লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এরূপ উদ্যোক্তাদের ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানতের শর্ত শিথিল করে গরু/মহিষ মোটাতাজাকরণ ঋণ নিয়মাচার, মৎস্য চাষ ঋণ নিয়মাচার, লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালন ঋণ নিয়মাচার এবং ব্রয়লার মুরগি (মাংস উৎপাদনের জন্য) পালন ঋণ নিয়মাচার জারী করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে।

শাখা ব্যবস্থাপকগণ চলমান কৃষি খাতে বিতরণকৃত ঋণের তালিকা ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং যথাসময়ে নবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করবেন। নিয়মিত ঋণসমূহ কোনক্রমেই অনিয়মিত হতে দেয়া যাবে না এবং ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে শ্রেণীকৃত/অনিয়মিত ঋণ নিয়মিত করতে হবে।

০৭. সিএমএসএমই (CMSME) :

বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রমঘন এ খাতটি জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs) বিশেষত দারিদ্র্যশূন্য সমাজ, নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমান সরকার সিএমএসএমই উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কৃষিভিত্তিক শিল্প যেমন পোল্ট্রি, ডেইরি ও হর্টিকালচার শিল্পে প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণ সিএমএসএমই এর আওতায় বিতরণ করার সুযোগ রয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৭৫০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ হতে গত ১৩.০৯.২০২০ তারিখে জারীকৃত ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর নির্দেশনা মোতাবেক শিল্প উদ্যোগের ধরণ তথা কুটির/মাইক্রো/ক্ষুদ্র/মাঝারি উদ্যোগ এবং উৎপাদনশীল/সেবা/ব্যবসা উপখাত যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে। সিএমএসএমই ঋণ পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাত ভিত্তিক বিভাজন হবে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ৫০% এবং সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন হবে উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০%, সেবা শিল্প অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫%। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২১ সাল অন্তে শাখা/জোনভিত্তিক সিএমএসএমই নীট ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা মোট নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির অন্যূন্য ২২% এ উন্নীত করতে হবে। পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাতভিত্তিক বিভাজন সিএমএসএমই পারফরমেন্স মূল্যায়নে নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়াও ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ হতে সিএমএসএমই পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সার্কুলার নং-০৪/২০২১, তারিখ: ২৮.০৪.২০২১ মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য কৃষি ভিত্তিক শিল্প খাতে বিতরণকৃত ঋণ আলোচ্য খাতে অর্থাৎ সিএমএসএমই খাতে রিপোর্ট করতে হবে।

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে পরিপালন করতে হবে:

(ক) কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম: গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি খাতের পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং এতদসংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদানকারী খাতে

(খ) স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম: উৎপাদনশীল, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত ঋণ এ খাতের আওতাভুক্ত হবে। ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এক/একাধিক নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তাকে এ স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(গ) কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল: নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগে অর্থায়ন সহজলভ্য করে স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে প্রদত্ত ঋণ এ খাতের আওতাভুক্ত হবে।

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ নতুন, সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় উদ্যোগে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত **'স্টার্ট-আপ ফান্ড'** তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়াও ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার পাশাপাশি কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের আওতায় জামানত সহায়ক জামানত ব্যাতিরেকে ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। জনসংখ্যার এই কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের এ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। **এ অর্থবছরের জন্য শাখার সিএমএসএমই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ন্যূনতম ১০% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে।**

০৮. অন্যান্য ঋণ :

উল্লিখিত ৭ (সাত)টি মূল/উপ-খাত ব্যতিরেকে অনুমোদিত অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে মেয়াদী আমানত, RGPS, RSS, KSS, RDMS, RMPS, RTMS, RMSS, RMDS, RGSS, RBSMMS বা অন্য যে কোন আমানত বন্ধক/লিয়েন রেখে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত নির্ধারণপূর্বক প্রযোজ্য খাতে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে। এ খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে **৩০০.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪। পরিবেশ বান্ধব (Green Banking) খাতে ঋণ : বিশ্বব্যাপি শিল্পায়নের কারণে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ বিভিন্ন গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও বনভূমি ধ্বংসের কারণে তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিখাতকে প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলছে। এলাকাভেদে জলবায়ু ও পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন/সম্প্রসারণসহ প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হওয়া এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবেশ বান্ধব অর্থায়ন ও টেকসই অর্থায়নের (পরিবেশ বান্ধব অর্থায়নসহ) বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে অন্যূন ২% এবং ১৫% নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত হারসমূহ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর ৩১ ভিত্তিক নীট বকেয়া ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট বকেয়া ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি থেকে কর্মচারী ঋণ ও মোট শ্রেণিকৃত ঋণ বাদ দিয়ে) ভিত্তিতে নির্ণীত হবে। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জোন পর্যায়ে বন্টণ করবেন। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সংশ্লিষ্ট জোনের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা তার নিয়ন্ত্রনাধীন শাখায় বন্টন করবেন।

৫। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা :

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষির প্রধান (Core) খাতে (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(খ) আমদানি বিকল্প ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টাসহ মৌসুমভিত্তিক শস্য/ফসলের চাহিদা অনুযায়ী শস্য ঋণ বিতরণ করতে হবে।

(গ) শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্ম দিবস।

(ঘ) কৃষক পর্যায়ে সময়মত কৃষি ঋণ পৌছানোর স্বার্থে নতুন মঞ্জুরি বা নবায়নের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদি শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। তবে যে কোন অংকের সকল বকেয়া শস্য ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবিতে রিপোর্ট করতে হবে।

(ঙ) অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Aiea Approach পদ্ধতিতে বাস্তব ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

(চ) কৃষি ঋণ ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(ছ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষের উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(জ) উচ্চ মূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(ঝ) কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি উপ-খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে। একইভাবে কৃষি উপকরণ বা কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে তা আদায়/নবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঞ) প্রকৃত কৃষকরা যেন সময়মত প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পান এবং কৃষি ঋণ পেতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কোন মধ্যস্বত্বভোগী/দালাল-কে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

(ট) তারল্য সংকট সৃষ্টির অজুহাতে কৃষি ঋণ বিতরণ যেন বাধাগ্রস্ত না হয় এলক্ষ্যে তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপশি ঋণ আদায় ও সুদবিহীন/স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঠ) অনুমোদিত কোন খাতে ঋণ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ নেই এ অজুহাতে ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে অন্য শাখা হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ সংস্থানপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

(ড) পুরাতন ঋণ আদায় করে ঋণগ্রহিতার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পুনরায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০১/২০১৭, তারিখ ০৮.০৫.২০১৭) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(ঢ) ব্যাংক ঋণের সুবিধা, ঋণের সুদ হার, ঋণের সহজলভ্যতা, ঋণ গ্রহণের সময়সীমা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদেরকে অবহিত করতে হবে। প্রতিটি শাখায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ঋণের খাত/উপ-খাত, ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিষ্ট প্রদর্শন করতে হবে।

(ণ) বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং **প্রতিটি শাখাকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ২০% ঋণ নতুন ঋণগ্রহিতাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।** তবে কোন অবস্থাতেই প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে জোনের উপ-খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

(ত) সমন্বিত ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সততা, স্বচ্ছতা ও বিচক্ষণতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্বচ্ছতা/অনিয়ম/গ্রাহক হয়রানি গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(থ) এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এলক্ষ্যে অনাবাদী জমিতে শস্য আবাদের ক্ষেত্রে কৃষককে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(দ) ব্যাংকের স্বাভাবিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক ব্যবসায়িক পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ যথাসময়ে আদায়/সমন্বয় করতে হবে এবং প্রনোদনা প্যাকেজসমূহের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ গ্রাহকের চাহিদানুসারে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে প্রদান করতে পারবে।

(ধ) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার, এ ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েল, লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল এবং ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০২১ **তারিখ: ০১.০৭.২০২১**

সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাংকের Performing Asset বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ও যত্নবান হওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এ সার্কুলারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।
এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

০৯.০৭.২০২১
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

প্রকা/ঋওঅবি-১/বাজেট/২০২০-২০২১/০২ (৪৪৪) তারিখ: ০১.০৭.২০২১

সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, এমডি'স ভিজিলেন্স সেল, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৭। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
০৮। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৯। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১০। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউট, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব।
১৩। অফিস নথি।

০৯.০৭.২০২১
(রুমানা আফরোজ)
মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

(সংযোজনী-ক)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে জোনওয়ারী উপ-খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জোন	কৃষি ও পল্লি ঋণ								অকৃষি ঋণ		
		শস্য/ফসল	মৎস্য সম্পদ		প্রাণিসম্পদ		খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	দারিদ্র্য বিমোচন/ মাইক্রো ক্রেডিট	চলমান কৃষি	সিএমএসএমই (CMSME)	অন্যান্য	সর্বমোট
			মধ্যমেয়াদী	চলমান	মধ্যমেয়াদী	চলমান						
১	রাজশাহী	৭৫৭০.০০	২০০.০০	১৪০০.০০	৮৫০.০০	৫৫০.০০	৬২.০০	৭৭৫.০০	৫৫০০.০০	৯৫০০.০০	২০০০.০০	২৮৪০৭.০০
২	নওগাঁ	৭১৯৫.০০	১০০.০০	৮০০.০০	৪০০.০০	৫০০.০০	৭৫.০০	৫৫০.০০	৫০০০.০০	৫৫০০.০০	২০০০.০০	২২১২০.০০
৩	নাটোর	৫১৮০.০০	২০০.০০	২৪০০.০০	৫৫০.০০	২০০০.০০	৫৭.০০	১২৫.০০	১২০০.০০	৩৫০০.০০	১৫০০.০০	১৬৭১২.০০
৪	চাঃ নবাবগঞ্জ	৪৫৪০.০০	১০০.০০	৩৫০.০০	৪০০.০০	৫৫০.০০	৪৬.০০	১৭৫.০০	২০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০.০০	১৪১৬১.০০
৫	বগুড়া (উঃ)	৩২৪০.০০	১০০.০০	৫০০.০০	৩০০.০০	২৫০.০০	৪৫.০০	৫০.০০	৪০০০.০০	৫৫০০.০০	২২০০.০০	১৬১৮৫.০০
৬	বগুড়া(দঃ)	৩২২৫.০০	১০০.০০	১৪৫০.০০	৩৫০.০০	৪২০০.০০	৪০.০০	৭০০.০০	৪৩৫০.০০	৬৫০০.০০	১৫০০.০০	২২৪১৫.০০
৭	জয়পুরহাট	৩৬৩০.০০	১৫০.০০	১১০০.০০	৬০০.০০	২৩৫০.০০	৫০.০০	৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৪০০.০০	১৬৭৮০.০০
৮	পাবনা	৪৩৯০.০০	১০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৪০০.০০	৬২.০০	১৫০.০০	৩৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৫০০.০০	১৬০০২.০০
৯	সিরাজগঞ্জ	৬০৮০.০০	১০০.০০	৪০০.০০	৫৫০.০০	২৫৫০.০০	৬৫.০০	১৫০.০০	১৫৫০.০০	৩০০০.০০	২২০০.০০	১৬৬৪৫.০০
	উপ-সমষ্টি	৪৫০৫০.০০	১১৫০.০০	৯১০০.০০	৪৭০০.০০	১৩৩৫০.০০	৫০২.০০	৩১৭৫.০০	৩০৬০০.০০	৪৬৫০০.০০	১৫৩০০.০০	১৬৯৪২৭.০০
১০	রংপুর	৭৭৮০.০০	১০০.০০	৫৫০.০০	৫০০.০০	৩০০.০০	৬৫.০০	২০০.০০	৫২০০.০০	৫০০০.০০	২২০০.০০	২১৮৯৫.০০
১১	গাইবান্ধা	৪৫৭০.০০	৭০.০০	৩৫০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৬০.০০	১৭৫.০০	১৮৫০.০০	২৫০০.০০	২৪০০.০০	১২৫৭৫.০০
১২	কুড়িগ্রাম	৬২৮০.০০	৭০.০০	৪০০.০০	৩০০.০০	৭০০.০০	৬০.০০	২৭৫.০০	১৫০০.০০	২৫০০.০০	১৩০০.০০	১৩৩৮৫.০০
১৩	নীলফামারী	৫৭৫০.০০	৯০.০০	৬০০.০০	২৫০.০০	৪০০.০০	৬৭.০০	১৭৫.০০	৩০০০.০০	৩৫০০.০০	১১০০.০০	১৪৯৩২.০০
১৪	লালমনিরহাট	৬২৭০.০০	৭০.০০	৩৫০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৫২.০০	১৫০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১১০০.০০	১২৩৯২.০০
১৫	দিনাজপুর (উঃ)	৪৮০০.০০	১০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪০০.০০	৪৫.০০	১০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৬০০.০০	১৪০৪৫.০০
১৬	দিনাজপুর (দঃ)	৪৫৬০.০০	১০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৫০.০০	৪০.০০	১০০.০০	২৮০০.০০	৩০০০.০০	২২০০.০০	১৩৬৫০.০০
১৭	ঠাকুরগাঁও	৫৫৭০.০০	৮০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৩০০.০০	৪৫.০০	১৫০.০০	১৭০০.০০	২৫০০.০০	১২০০.০০	১২৩৪৫.০০
১৮	পঞ্চগড়	৪৩৭০.০০	৭০.০০	৩০০.০০	১৫০.০০	৭০০.০০	৫৪.০০	৪৫০.০০	১৪৫০.০০	২৫০০.০০	১০০০.০০	১১০৪৪.০০
	উপ-সমষ্টি	৪৯৯৫০.০০	৭৫০.০০	৩৬৫০.০০	৩১০০.০০	৩৪৫০.০০	৪৮৮.০০	১৭৭৫.০০	২২৫০০.০০	২৬৫০০.০০	১৪১০০.০০	১২৬২৬৩.০০
১৯	এলপিও	০.০০	১০০.০০	২৫০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১০.০০	৫০.০০	৯০০.০০	২০০০.০০	৩০০.০০	৪০১০.০০
২০	ঢাকা শাখা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৩০০.০০	৩০০.০০
	সর্বমোট	৯৫০.০০.০০	২০.০০.০০	১৩০.০০.০০	৮০.০০.০০	১৭০.০০.০০	১০.০০.০০	৫০.০০.০০	৫৪০.০০.০০	৭৫০.০০.০০	৩০০.০০.০০	৩০০০.০০.০০

(রুমানা আফরোজ)
মুখ্য কর্মকর্তা

(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

(সংযোজনী-খ)

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

২০২১-২০২২ অর্থবছরে 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' খাতে জোনওয়ারী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

(কোটি টাকায়)

ক্র: নং	বিভাগ/জোনের নাম	লক্ষ্যমাত্রা
(ক) রাজশাহী বিভাগ		
১	রাজশাহী	১৫.০০
২	নওগাঁ	১৫.০০
৩	নাটোর	১০.০০
৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১০.০০
৫	বগুড়া (উ:)	১০.০০
৬	বগুড়া (দ:)	১০.০০
৭	জয়পুরহাট	১০.০০
৮	পাবনা	১০.০০
৯	সিরাজগঞ্জ	১০.০০
	উপমোট :	**১০০.০০**
(খ) রংপুর বিভাগ		
১০	রংপুর	১০.০০
১১	গাইবান্ধা	১০.০০
১২	কুড়িগ্রাম	১০.০০
১৩	নীলফামারী	১০.০০
১৪	লালমনিরহাট	১০.০০
১৫	দিনাজপুর (উ:)	১০.০০
১৬	দিনাজপুর (দ:)	১০.০০
১৭	ঠাকুরগাঁও	১৫.০০
১৮	পঞ্চগড়	১৫.০০
	উপমোট :	**১০০.০০**
	মোট :	**২০০.০০**

*** উল্লেখ্য 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' খাতে বিতরণকৃত ঋণ সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে চলমান কৃষি খাতে প্রদর্শন করতে হবে।**

(রুমানা আফরোজ)
মুখ্য কর্মকর্তা

(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা